বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

ভূমিকা

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বামউক) ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স নং ৪ বলে ইস্ট পাকিস্তান ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে এ্যাক্ট নং-২২ দ্বারা "বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন" নামকরণ করা হয়। বামউক সরকারি মালিকানাধীন সেবাধর্মী স্বশাসিত ও স্বআর্থিক প্রতিষ্ঠান যার ১৫টি ইউনিট সম্পূর্ণরূপে দেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিবেদিত। প্রতিষ্ঠা হতেই অত্র কর্পোরেশন বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়ন, আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে গভীর সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে আহরিত মৎস্যের অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদান করছে। এছাড়া চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীতে স্থাপিত টি-হেড জেটির মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের বার্থিং সুবিধা প্রদান করছে। কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল হতে ৬৮,৮০০ হেক্টর জলায়াতনের কাপ্তাই হ্রদে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাধীন ১০টি উপজেলার প্রায় ৭ লক্ষ উপজাতি ও স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রোটিনের চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে। কর্পোরেশন ঢাকা শহরের জনাসাধারণের সহজ প্রাপ্যতার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে ১০টি ভ্যাম্যমান ফ্রিজারভ্যানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত ফরমালিনমুক্ত সতেজ মাছ সুলভ মূল্যে বিপণন করা হয়। এ কর্পোরেশন FAO এর সহযোগিতায় ১৯৬৬-৭২ সালে বঙ্গোপসাগরে সাউথ প্যাসেজ, এলিফ্যান্ট পয়েন্ট, ইস্ট অব সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড ও সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড নামক ৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র আবিষ্কার করে। এ সকল আহরণ ক্ষেত্র হতে অদ্যাবধি সমুদ্রে মৎস্য আহরণ করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কর্পোরেশন সরকারি অর্থায়নে ১২৫.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ৪টি ও হাওর অঞ্চলে ০৩টি আধুনিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করছে। এ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় কর্পোরেশন দেশের মৎস্য খাতে উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী আরো নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করছে।

রুপকল্প (Vision)

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সমুদ্র, উপকূল, কাপ্তাই লেক ও হাওর অঞ্চলের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ, অবতরণ পরবর্তী অপচয় হ্রাসকরণ এবং মৎস্য বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (১৯৭৩ সালের আইন অনুসারে):

- মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- মৎস্য আহরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা;
- মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিকার, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- এবং উপরি-উল্লিখিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর।

২৩.০৮.২০২০

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions)

- সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই লেক হতে আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত/অবস্থানের নিমিত্ত স্লিপওয়ে, মেরিন ওয়ার্কশপ, বার্থিং ও বেসিন সুবিধাদি প্রদান;
- কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ ও বাজারজাতকরণ এবং স্থানীয়/উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রপ্তানিতে সহায়তা প্রদান;
- জনসাধারণের সহজ প্রাপ্যতার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিপণন;

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

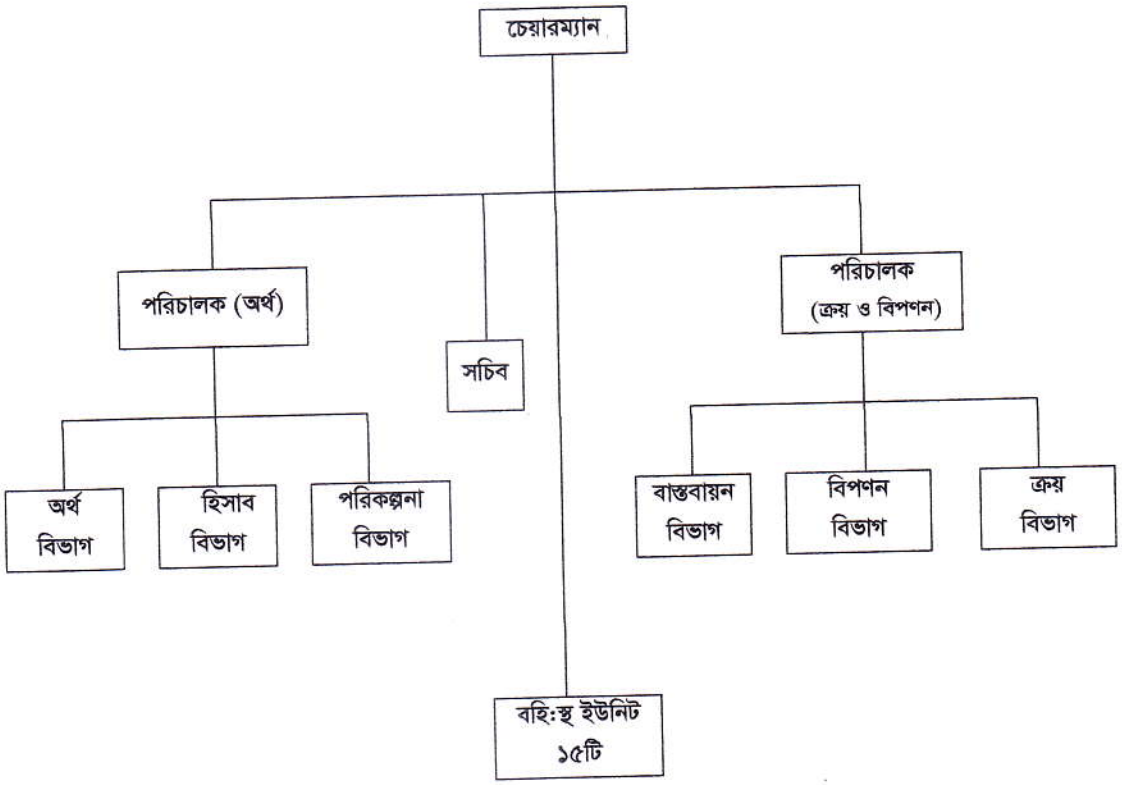

কর্পোরেশনের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে অনুমোদিত ৭৩১ টি পদ রয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্যসমূহ:

ইউনিটসমূহ (Units)

প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন নিম্নোক্ত ১৫টি ইউনিট রয়েছে;

ক্র:	ইউনিটের নাম	সেবাসমূহ
১	চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম	সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিং-আনডকিং, মেরামত/নির্মাণ, বার্থিং, মৎস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাদি প্রদান করা হয়।
২	কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন ইউনিট, রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, অবতরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও বরফ উৎপাদনের মাধ্যমে লেক এলাকায় বসবাসকারী মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী, জনসাধারণ/উপজাতি জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হয়।

৩	মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, কক্সবাজার	সমুদ্র হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বাজারজাতকরণ ও বরফ উৎপাদন ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও পাথরঘাটা কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশীয় কাঠের মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত/নির্মাণ সেবা প্রদান করা হয়।
৪	মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, পাথরঘাটা, বরগুনা	
৫	মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, খুলনা	
৬	মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ইউনিট, কক্সবাজার	
৭	মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, নেত্রকোনা	হাওর অঞ্চল হতে আহরিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা হয়। এ কেন্দ্রটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০২/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন।
৮	মহানগর জলাশয় ইউনিট, ঢাকা	রাজউক থেকে উত্তরা, গুলশান ও বনানী লেক এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে ডিএনডি লেক অত্র কর্পোরেশন কর্তৃক ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে যৌথ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য চাষ।
৯	মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ইউনিট, পাগলা, নারায়ণগঞ্জ	এ ইউনিটে মৎস্য সংরক্ষণের জন্য বরফ উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া কাভার্ড ভ্যানের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্পটে ফরমালিনমুক্ত তাজা মাছ বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে।
১০	ঢাকা মহানগর আধুনিক মৎস্য বিপণন ইউনিট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	গত ২৮/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে এ ইউনিট চালু করা হয়। কেন্দ্রের ফিস মার্কেটে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মাছ বিপণন কার্যক্রম চলমান আছে।
১১	মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ইউনিট, মংলা, বাগেরহাট	এ ইউনিটে বিদ্যমান ৩টি পুকুরে লাভজনকভাবে মাছ চাষ করা হচ্ছে। এতে সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার মেরামত ও নির্মাণের জন্য দ্বিচ্যানেল বিশিষ্ট ডকইয়ার্ড স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১২	মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, বরিশাল	এ কেন্দ্রের আয়ের উৎস হিসেবে মৎস্য ও মৎস্যজাত ব্যবসা পরিচালনার জন্য আড়ৎঘর ও অকশনশেড ব্যবহার করা হচ্ছে।
১৩	মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ইউনিট, মনোহরখালী, চট্টগ্রাম	এ কেন্দ্রের আয়ের উৎস হিসেবে আড়ৎঘর ও অকশনশেড মৎস্য ও মৎস্যজাত ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।
১৪	মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড ইউনিট, মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে নবনির্মিত মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড ইউনিট শুভ উদ্বোধন করেন। এ ইউনিটে সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার ডকিং, আনডকিং, মেরামত, বার্থিং সুবিধা প্রদান করা হয়।
১৫	ট্রলার বহর ইউনিট, মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম	সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত কর্পোরেশনের ট্রলারসমূহ পরিচালনা করা হয়।

উল্লেখ্য, চলমান দুটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে আরো ৬টি ইউনিট চালু করা হবে।

মৎস্য অবতরণ (Fish landing)

দেশের সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই হ্রদ হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ ও বাজারজাতকরণ করণের জন্য কর্পোরেশনের ১০টি অবতরণ কেন্দ্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৪,৪৭৭ (চব্বিশ হাজার চারশত সাতাত্তর) মেট্রিক টন সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ অবতরণ হয়। ব্যবসায়ীরা এ সকল মাছ মৎস্যজীবীদের হতে সরাসরি ক্রয় করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাজারজাতকরণসহ বিদেশে রপ্তানি করে। এছাড়া কর্পোরেশন মংলা কেন্দ্রের পুকুরে মাছ চাষ করত: উৎপাদিত মাছ সরাসরি বাজারজাতকরণ করে।

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পটি

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্ত কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টি। হ্রদ সৃষ্টির পরে তার বিশাল জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন সুবিধা প্রদানসহ স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তার নিমিত্ত ১১ জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে সরকার কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পূর্ব পাকিস্তান মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনকে প্রদান করে। ইহা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সনে ২২ নং আইন দ্বারা রূপান্তরিত 'বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন' এ উপর পূর্ব পাকিস্তান মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এর

হ্রদের বিস্তৃতি ও উপকৃত জনগোষ্ঠী

কাপ্তাই হ্রদ রাঙ্গামাটি জেলার রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, বরকল, লংগদু, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি, বাঘাইছড়ি ও নানিয়ার চর এবং খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা ও মহালছড়িসহ মোট ১০টি উপজেলা জুড়ে বিস্তৃত। এ দুটি জেলাধীন দশটি উপজেলায় প্রায় ৭ লক্ষ জনগোষ্ঠীর বসবাস। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাপ্তাই হ্রদের উপর নির্ভরশীল। হ্রদ এলাকায় বসবাসকারী এ জনগোষ্ঠী সরাসরি হ্রদের মাছ আহরণ/স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে নিজেদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাছের চাহিদাপূরণ করে। এদের মধ্যে নিবন্ধিত ২২,২৪৯ জন মৎস্যজীবী সরাসরি হ্রদে উৎপাদিত মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া কাপ্তাই হ্রদে উৎপাদিত মাছ এলাকার ১০টি উপজেলার সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, আনসারসহ সকল সরকারি-বেসরকারি অফিসে কর্মরতদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার একটি বড় অংশ চাহিদা পূরণ করে থাকে। অর্থাৎ এ কর্পোরেশন কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন, সংরক্ষরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাধীন ১০টি উপজেলার প্রায় ৭ লক্ষ জনসাধারণের আমিষের চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

রাঙ্গামাটি নিজস্ব হ্যাচারি/নার্সারিতে পোনা উৎপাদন

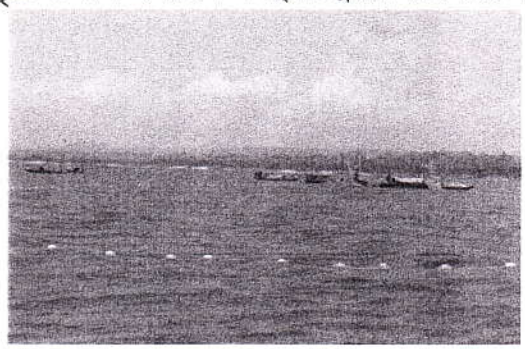

কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণের চিত্র

উদ্দেশ্য

(ক) কাপ্তাই হ্রদের মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রগুলিকে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা ও এগুলো রক্ষা করা।
(খ) কাপ্তাই হ্রদে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
(গ) কাপ্তাই হ্রদে মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়কালে বিদ্যমান মৎস্যজীবীদের জন্য জীবিকার বিকল্প উপায় নিশ্চিত করা।
(ঘ) মাছের পোনা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং বিদ্যমান ব্যবস্থাপনার ধরণ শক্তিশালী করে কাপ্তাই হ্রদ পরিচালনা করা।
(ঙ) মানসম্পন্ন হ্যাচারি ও নার্সারি অপারেশন এবং জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি।
(চ) রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার আদিবাসী এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রায় ০৭ লক্ষ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

অবকাঠামোসমূহ

কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে হ্রদ এলাকায় কর্পোরেশনের রাঙ্গামাটি সদর অফিস ছাড়াও কাপ্তাই, লংগদু, মহালছড়ি, মারিশ্যা ৪টি উপকেন্দ্র রয়েছে। হ্রদ হতে আহরিত মৎস্য স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য রাঙ্গামাটি সদর, কাপ্তাই, মহালছড়ি ও বাঘাইছড়িতে চারটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র রয়েছে। এ সকল কেন্দ্রে মাছ অবতরণ ও প্যাকিং এর জন্য অবতরণ পন্টুন, অবতরণ শেড ও প্যাকিং শেড রয়েছে। এছাড়া মাছ সংরক্ষণের জন্য প্রায় ২০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি বরফকল রয়েছে। কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন স্থানে ০৭টি মৎস্য অভয়াশ্রম, ০৬টি মোবাইল মনিটরিং সেন্টার, ০১টি হ্যাচারি এবং ০৩টি নার্সারী কমপ্লেক্স, ১৩ টি নার্সারি পুকুর এবং অবৈধ মাছ পাচার রোধকল্পে ৬টি চেকপোষ্ট রয়েছে।

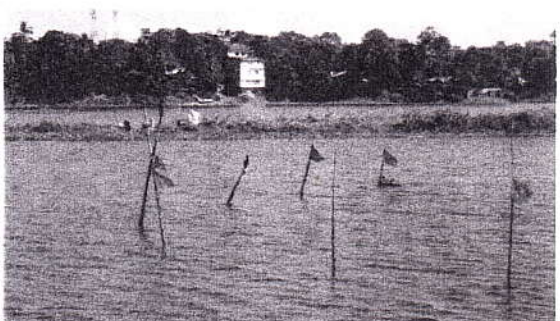

মৎস্য অভয়াশ্রম, বিএফডিসি অফিস সংলগ্ন এলাকা, রাঙ্গামাটি

মোবাইল মনিটরিং সেন্টার, কাপ্তাই হ্রদ

নিজস্ব হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের প্রেক্ষাপট

কাপ্তাই হ্রদে মাছের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক প্রজনন নিশ্চিত করণ এবং জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য জেলা প্রশাসকের নির্বাহী আদেশে প্রতি বছর প্রজনন মৌসুমে হ্রদে ৩ মাস মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা হয়। এ সময়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত কর্পোরেশন কর্তৃক হ্রদে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এ সকল পোনা মাছ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ঠিকাদারের নিকট হতে সরবরাহ নিয়ে হ্রদে অবমুক্ত করা হতো। ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত পোনার উচ্চমূল্য এবং উক্ত পোনার

সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প' নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা জুন ২০১৬ খ্রিঃ মাসে সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের অধীন কাপ্তাই হ্রদের ০১টি হ্যাচারি ও ০১ টি নার্সারি কমপ্লেক্সসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। কর্পোরেশন নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর থেকে এ হ্যাচারি ও নার্সারি হতে কার্প জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন ও কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্তকরণ শুরু করে। এতে পোনার উৎপাদন ব্যয় সশ্রয় হয়েছে এবং পোনা মৃত্যুর হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

মৎস্য হ্যাচারিতে রেনু উৎপাদন

হ্যাচারীতে বার্ষিক ১০০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেনু উৎপাদনের স্বক্ষমতা রয়েছে। এ হ্যাচারীতে গত বছর ৫০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেনু উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত রেনু নার্সারী পুকুরে লালন-পালন করত: ৪-৭ ইঞ্চি আকারের পোনা তৈরির পর কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হয়।

মৎস্য হ্যাচারী, মারিস্যার চর, লংগদু, রাঙ্গামাটি

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু মৎস্য হ্যাচারিতে মে-জুলাই ২০২০ খ্রি: মাসে ৬৭ কেজি রেণু উৎপাদন করা হয়েছে। উক্ত রেণু প্রতিপালনের পর উৎপাদিত পোনা আগামী বছর কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হবে।

মৎস্য নার্সারিতে পোনা উৎপাদন

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলায় কাপ্তাই হ্রদ সংলগ্ন স্থানে প্রায় ২৫ একরের ৮টি মৎস্য নার্সারি পুকুর নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া লংগদু এলাকায় ১২ একরের ৩টি এবং রাঙ্গামাটি সদর এলাকায় ১৩ একরের ২টিসহ মোট ৫০ একরের ১৩টি নার্সারি পুকুর রয়েছে। হ্যাচারিতে উৎপাদিত রেনু এ সকল নার্সারিতে প্রতিপালনের পর কাপ্তাই হ্রদে পোনা অবমুক্ত করা হয়।

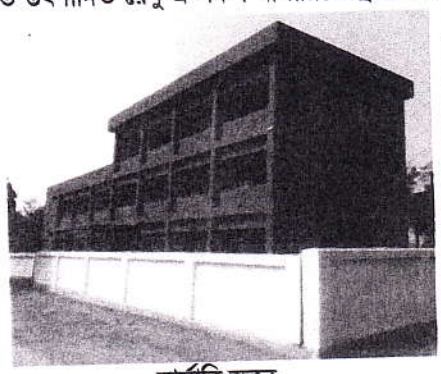

নার্সারি ভবন

নার্সারি পুকুরের পোনা

হ্রদে মৎস্য উৎপাদন

২০০৯ সালে কাপ্তাই হ্রদে ৫৫৭৮ মে: টন মাছ উৎপাদন হয়। ইহা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১২,৬৯৬ মে: টনে উন্নীত হয়েছে। উৎপাদিত মাছ স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা পূরণের পর ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাজারজাতকরণ করা হয় এবং আইড়, বোয়াল, পাবদা, কেচকি, বাতাসি, বাইম প্রভৃতি মাছ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

করোনা মহামারীকালীন হ্রদে মৎস্য আহরণ

এপ্রিল ২০২০ খ্রি: পর্যন্ত কাপ্তাই হ্রদে মৎস্যজীবীদের মৎস্য আহরণ কাজে সহায়তা প্রদান করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণের মাছ প্রাপ্তির সুবিধার্থে এপ্রিল ২০২০ খ্রি: পর্যন্ত কাপ্তাই লেকে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা হয়। প্রজনন মৌসুমে মাছের সুষ্ঠু বংশ বৃদ্ধির নিমিত্ত হ্রদে মে হতে জুলাই ২০২০ খ্রি: মাসে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা হয়। জনসাধারণের মাছ প্রাপ্তির সুবিধার্থে ১১ আগস্ট ২০২০ খ্রি: মাসে যথারীতি কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও

পোনা অবমুক্তকরণ

২০০৯ সালে হ্রদে ২২.০০ মে. টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ সকল কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০২০ খ্রিঃ সালের মে এবং জুন মাসে হ্রদে নিজস্ব হ্যাচারি ও নার্সারি হতে উৎপাদিত ৪৩.০৭৮ মেট্রিক টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হয়।

২০২০ সালে নিজস্ব হ্যাচারি ও নার্সারিতে উৎপাদিত পোনা কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্তকরণ

মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ব্যবস্থাপনা ও বংশ বৃদ্ধি

জেলা প্রশাসকের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী প্রজনন মৌসুম ২০২০ খ্রিঃ সালের মে হতে জুলাই মাসে কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞার আদেশ কর্পোরেশন কর্তৃক বাংলাদেশ বেতার, স্থানীয় ক্যাবলে, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করা হয়। এ সময়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিজিবি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, নৌ-পুলিশ, পুলিশ ও আনসারসহ বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীরা মাছের সুষ্ঠু প্রজননের লক্ষ্যে হ্রদের মাছ আহরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ রোধকল্পে পাহারা ও তদারকি জোরদার করা হয়। যা হ্রদে সকল প্রজাতির মাছের বংশ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

হ্রদের মৎস্য সংরক্ষণে গৃহীত অভিযান

কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন ঘোনাগুলোতে গাছ বা ডালপালা দিয়ে অবৈধ জাগ স্থাপন করে প্রজননক্ষম মাছ নির্বিচারে আহরণ করা হতো। এতে হ্রদের মাছের বংশবৃদ্ধি ব্যহত হতো। বর্তমানে বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নৌ পুলিশ এবং জেলা-উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদের জন্য নিয়মিত টহল পরিচালনা করে। এতে জাগ স্থাপন পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং মা মাছ রক্ষা পাচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত অবৈধ জাল আটক করা হচ্ছে।

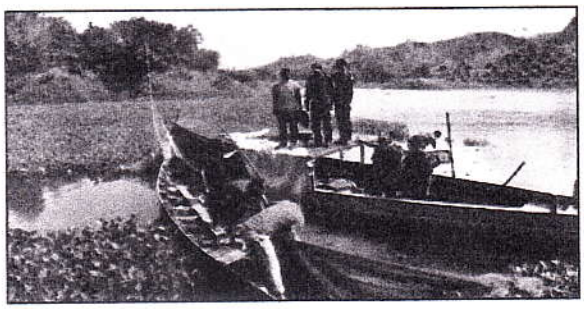

নৌপুলিশের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদ

মৎস্যজীবীদের বিকল্প খাদ্য সহায়তা প্রদান

প্রজনন মৌসুমে (মে-জুলাই) মাছের সুষ্ঠু বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত ৩ (তিন) মাস মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন মৎস্যজীবীদের কোন কাজ থাকে না। ২০২০ খ্রিঃ সালে এ সময়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে ২২,২৪৯ জন মৎস্যজীবীকে ৮৯০ মেট্রিক টন চাল/খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

খাঁচায় মাছ চাষ

- হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পাইলট প্রকল্প হিসেবে ১ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ হতে ৪টি খাঁচায় তেলাপিয়া ও কার্প জাতীয় মাছ চাষ করা হচ্ছে। এর সফলতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে বৃহৎ আকরে খাঁচায় মৎস্য চাষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

শুঁটকি বাজারজাতকরণ (Dry fish marketing)

কর্পোরেশন ১৯৭২ সাল থেকে কাপ্তাই হ্রদের মৎস্যজীবীদের শুঁটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা করে। ২০০৯-১০ সালে কাপ্তাই হ্রদে ১১৪ মে. টন দেশীয় প্রজাতির মাছের শুটকি উৎপাদন করা হয় যা ২০১৯-২০ সালে ১৫৭ মে. টনে উন্নিত হয়। এছাড়া সামুদ্রিক মাছের শুটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য কক্সবাজার জেলার খুরুসকুল এলাকায় ৪৫ একর জমিতে ৪৬০৯ টি পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি আধুনিক শুঁটকি মহাল স্থাপনের নতুন প্রকল্প সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় খুরুশকুল এলাকায় শুটকি মহাল স্থাপনের জন্য নির্ধারিত জায়গায় মাটি ভরাট করা হয়েছে।

সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার ও আনুষঙ্গিক জলযান মেরামত এবং তৈরীর সাথে জড়িত সকল সুবিধাভোগীদের সহায়তা প্রদান

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর প্রতিষ্ঠা:

জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় ১৯৬৬-৬৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে কর্ণফুলী থানার ইছানগরে ১২২.৪৫ একর জায়গায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ১০টি সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন। ট্রলারসমূহের মাধ্যমে সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, আহরিত মাছ অবতরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণের নিমিত্ত ১৯৭৩ সালে জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর একটি পূর্ণাঙ্গ মৎস্য বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ইউনিটে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ফিশিং ট্রলার/জাহাজ ডকিং, আনডকিং, বার্থিং, মেরামত, মৎস্য অবতরণ, বরফ উৎপাদন, ট্রলার বহর পরিচালনা এবং জাল মেরামত সুবিধাদি প্রদান করা হয়।

ট্রলার বহর

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ১০টি ফিশিং ট্রলারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ শুরু করে। দেশে প্রথমবারের মত সামুদ্রিক মাছ ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাতকরণ শুরু করে কর্পোরেশন। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে সামুদ্রিক মাছ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফিশিং ট্রলারসমূহ দ্বারা সমুদ্রে মৎস্য আহরণের কাজ চলমান আছে। বর্তমানে এফ.ভি. কোরাল, এফ.ভি. কাতলা, এফ.ভি. দাতিনা, এফ.ভি. মিনাক্ষী, এফ.ভি. বাগদা, এফ.ভি. রুপচান্দা, এফ.ভি. গলদা ও এফ.ভি. চম্পা মৎস্য ট্রলার রয়েছে।

মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড:

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৩৫০ টন ও ২৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন দুইটি পৃথক স্লিপওয়ে বিশিষ্ট একটি মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড রয়েছে। দেশীয় ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামতের জন্য এ ডকইয়ার্ড তৈরী করা হয়। এ ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে বছরে ৩০-৩৫টি ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামত সুবিধা প্রদান করা হয়। এখাতে কর্পোরেশনের বার্ষিক গড়ে ৪ কোটি টাকা আয় হয়।

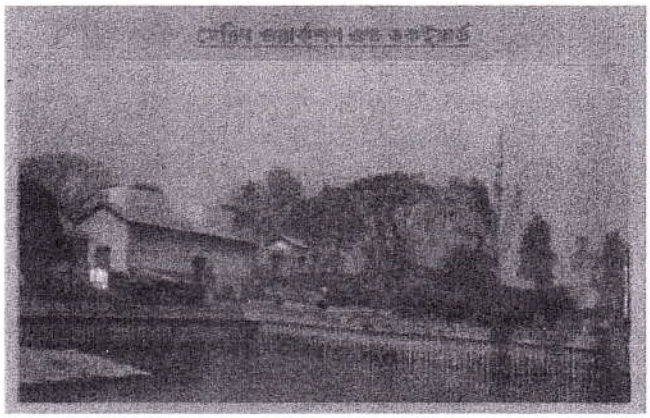

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি হওয়ায় পুরাতন মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড এর মাধ্যমে মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত/তৈরীর চাহিদা পূরণ কষ্টসাধ্য ছিল। ফলশ্রুতিতে এ খাতে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ও স্থানীয় মৎস্যজীবী/মৎস্য ব্যবসায়ীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ফিশিং ট্রলার, বার্জ, পন্টুন, টাগবোট, ইত্যাদি ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের নিমিত্ত চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৪২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন একটি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ডকইয়ার্ডের শুভ উদ্বোধন করেন। এতে ২০০ মিটার দীর্ঘ ১২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি স্লিপওয়ে রয়েছে। এতে বছরে প্রায় ৪৮টি ফিশিং ট্রলার ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের সুযোগ আছে। এ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে কর্ণফুলী নদীর তীরে স্থাপিত দুটি টি-হেড জেটিতে ২০টি বড় আকারের মাছ ধরা ট্রলারের বার্থিং, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়। এতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদানসহ কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

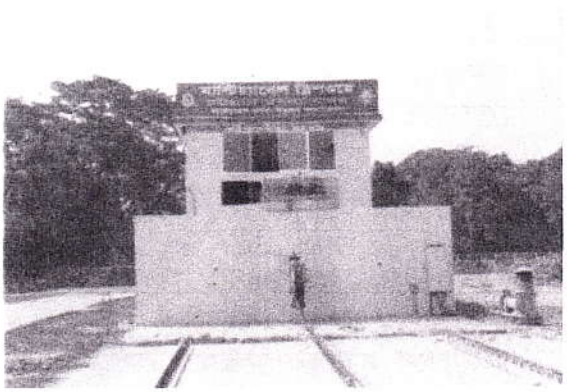

কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান ফ্রিজিং ভ্যানের মাধ্যমে ফরমালিন মুক্ত মাছ বিক্রয়

মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের ২টি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানিকারকদের ১,১৭,৬০৭ (এক লক্ষ সতের হাজার ছয়শত সাত) মেট্রিক টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

মৎস্য ও মৎসজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ কর্পোরেশন জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৩ এ স্বর্ণপদক অর্জন করে।

কর্পোরেশনের কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকৃত সামুদ্রিক মাছ

বরফ উৎপাদন ও বিক্রয়

কর্পোরেশনের পাথরঘাটা, কক্সবাজার, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ ও রাঙ্গামাটি কেন্দ্রে মোট ৭টি নিজস্ব বরফ উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রের অবতরণকৃত মৎস্য সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব বরফকল হতে বাৎসরিক প্রায় ১৫,০১৮ (পনের হাজার আঠারো) মেট্রিক টন বরফ উৎপাদন করা হয় যা সরাসরি মৎস্যজীবীদের নিকট সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

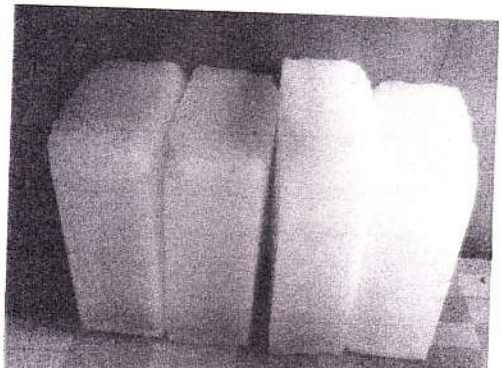

অনলাইনে মাছ বাজারজাতকরণ

কর্পোরেশন www.bfdconlinefish.com ওয়েবসাইট যোগে ঢাকা শহরে সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ অনলাইনে বিক্রি করছে। এ কাজ ২০১৯ খ্রিঃ সাল থেকে শুরু করা হয়েছে।

ভ্যালু এ্যাডেড মৎস্য পণ্য

কর্পোরেশনের কাওরান বাজারস্থ মৎস্য বিতান এবং ঢাকা শহরে বিভিন্ন ফিসভ্যানের মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে রিটা, আইড়, বোয়াল প্রভৃতি কুটা মাছ (Dressed Fish) বাজারজাতকরণ করা হয়। এছাড়া ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী মাছ সংগ্রহ করে কুটা মাছ সরবরাহ করা হয়। কর্পোরেশন সামুদ্রিক টুনা, ফ্ল্যাট ফিস, চিংড়ি, স্কুইড, পাঙ্গাস ফিলেট প্রভৃতি ভ্যালু এ্যাডেড মাছ বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন বেসরকারি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা, সেমিনার, মেলা, প্রদর্শনী ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করত: উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে। এ কাজ ২০১৮ খ্রিঃ সাল থেকে করা হচ্ছে।

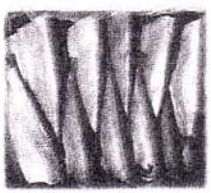
চাপিলা মাছ

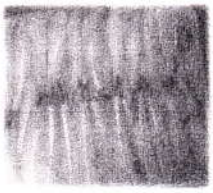
মলা মাছ

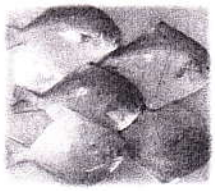
রূপচান্দা মাছ

ইলিশ

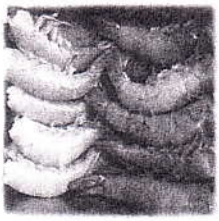
মাথাছাড়া চিংড়ি

ম্যাকারেল

মিঠা পানি সরবরাহ

কর্পোরেশনের উপকূলীয় অবতরণ কেন্দ্রসমূহে মৎস্যজীবী ও মৎস্য ব্যাবসায়ীদের সুবিধার্থে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হয়।

উন্নয়ন প্রকল্প (Development projects)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় হাওর ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছের Post Harvest Loss রোধকরণের লক্ষ্যে হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে সরকারি অর্থায়নে প্রায় ১২৫.২৮ (একশত পঁচিশ দশমিক দুই আট) কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ দুটি প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ জুন ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হবে। এ প্রকল্প দুটির অধীন দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ০৪টি এবং হাওর অঞ্চলের ০৩টি স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান আছে। তন্মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০২/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে হাওর অঞ্চলের মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র শুভ উদ্বোধন করেন।

মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, নেত্রকোনা

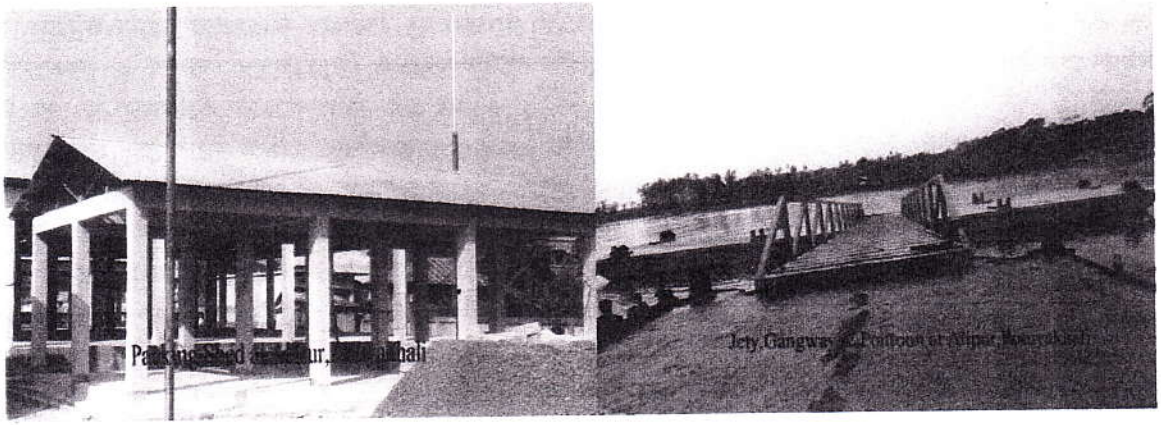

আলীপুর কেন্দ্রের নির্মাণাধীন মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়, মৎস্য বিপণী বিতান, মাছ বিক্রির ভ্রাম্যমান ফ্রিজিং ভ্যান ও প্রতিটি ইউনিটে ব্যানার স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো হয়। কাপ্তাই লেকসহ কর্পোরেশনের বিভিন্ন ইউনিটের পুকুরসমূহে স্থানীয় প্রশাসনের উপস্থিতিতে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদযাপনের সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক ৯৬.০৬ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া ২৮ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এর মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করা হবে।

নির্বাচনী ইশতেহার তথা বর্তমান সরকারের ইশতেহারের সংশ্লিষ্ট দফা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর ৩.১৪ ধারা অনুযায়ী 'ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া' অংশটুকু প্রত্যক্ষভাবে অত্র কর্পোরেশনের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট। দেশের সমুদ্র, উপকূল, নদ-নদী, হাওর-বাওর, কাপ্তাই হ্রদ হতে মৎস্যজীবীদের ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের নিমিত্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্পোরেশনের ১০টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র চালু আছে। এ কেন্দ্রগুলোতে সমুদ্র, উপকূল, কাপ্তাই হ্রদ ও হাওর হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সরাসরি অবতরণ করা হয়। এতে মাছের গুনগত মান প্রায় অক্ষুন্ন রেখে ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসসহ মৎস্যজীবীরা মাছের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। ধৃত মাছের অপচয় রোধকল্পে অবতরণ কেন্দ্রসমূহের বরফকলে উৎপাদিত বরফ দ্বারা চিলিং প্রক্রিয়ায় মাছ সংরক্ষণ ও পরিবহণ করা হয়। এছাড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় দেশের ০৩টি উপকূলীয় জেলার ৪টি স্থান যথা: পটুয়াখালীর আলিপুর-মহিপুর, পিরোজপুরের পাড়েরহাট ও লক্ষীপুরের রামগতি এবং দেশের হাওর অঞ্চলের নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ, সুনামগঞ্জের ওয়েজখালী ঘাট ও কিশোরগঞ্জের ভৈরবে মোট ০৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান আছে। এতে মাছ সংরক্ষণের সুব্যবস্থা থাকবে। এ কেন্দ্রগুলো চালু হলে মৎস্যজীবীরা তাদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত স্থানে অবতরণসহ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করতে সক্ষম হবে। এতে মাছের আহরনোত্তর অপচয় অনেকাংশে রোধ হবে।

ধৃত সামদ্রিক মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের নিমিত্ত কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় দুটি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র রয়েছে। এ কেন্দ্র দুটিতে মৎস্যজীবীদের আহরিত সামদ্রিক মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। যা পরবর্তীতে বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

কাপ্তাই হ্রদের ধৃত মাছের অপচয় রোধকল্পে ২০১৯-২০ সালে ১৫৭ মে. টন দেশীয় মাছের শুটকি উৎপাদন করা হয়। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় ধৃত সামুদ্রিক মাছের অপচয় রোধকল্পে কক্সবাজার জেলার খুরুসকুল এলাকায় ৪৫ একর জমিতে একটি আধুনিক শুঁটকি মহাল স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুবিধাজনক স্থানে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের কাজ চলমান আছে। কর্পোরেশনের উল্লিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা হয় যা নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর ৩.১৪ ধারা বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক হচ্ছে।

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার প্রায় ০৭ লক্ষ জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের পরোক্ষভাবে সুযোগ সৃষ্টি করছে। হ্রদে নিবন্ধিত ২২,২৪৯ জন মৎস্যজীবী সরাসরি হ্রদে উৎপাদিত মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়া মেরিন ডকইয়ার্ড ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহে মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে নির্বাচনী ইশতেহার ৩.১০, ৩.১২, ৩.১৩ ও ৩.১৬ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

আই.সি.টি/ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর্পোরেশনের একটি ওয়েবসাইট (www.bfdc.gov.bd) চালু আছে। এ ওয়েবসাইটে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ও কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম, টেন্ডার নোটিশ, চাকরি বিজ্ঞপ্তি, চাকরির আবেদন ফরম, নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফলসহ অন্যান্য তথ্যাদি নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ২টি ই-মেইল আইডি (bfdc_64@yahoo.com; email@bfdc.gov.bd) চালু আছে। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল ইউনিটের ১০০% দাপ্তরিক চিঠি-পত্রাদি ই-মেইলের মাধ্যমে আদান প্রদান করা হয়। ই-নথির মাধ্যমে প্রায় ৪০% দাপ্তরিক চিঠি-পত্রাদি নিষ্পন্ন করা হয়। ই-জিপির মাধ্যমে প্রায় ৫৫% দাপ্তরিক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। ঢাকা শহরে অনলাইনে (www.bfdconlinefish.com) মাছ বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা প্রদান করা হয়। সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ বহি:স্থ ইউনিটসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। *কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ* বহি:স্থ ইউনিটের প্রায় ৮০% কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সরকারি ইমেইল আইডি চালু আছে। কর্পোরেশনের সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলী অনলাইনে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। হিসাব শাখার কার্যক্রম ডিজিটাল, স্বচ্ছ এবং গতিশীল করার লক্ষ্যে হিসাব সংক্রান্ত Software installation এর মাধ্যমে আয়-ব্যয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদিসহ সকল প্রকার হিসাব-নিকাশের কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮ এর আলোকে আইসিটি/ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ কর্পোরেশন স্বল্প (২০২১), মধ্য (২০৩০) ও দীর্ঘ (২০৪১) মেয়াদী পরিকল্পনা প্রহণ করেছে।

ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

কর্মকর্তা/কমচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ প্রতিষ্ঠান হতে ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কমসূচী গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিপরীতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রাপ্ত নম্বর ৭৪.৩৬। এছাড়া কর্পোরেশনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি

রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার কাপ্তাই হ্রদ এলাকার উপজাতি জনগোষ্ঠীসহ বসবাসকারী সকল জনসাধারণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি ও আমিষের চাহিদা পূরণের নিমিত্ত কাপ্তাই লেকে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মে-জুন ২০২০ খ্রি: হ্রদে ৪৩ মে. টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। এছাড়া মৎস্যজীবীদের আহররিত মাছের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের নিমিত্ত দেশের উপকূল ও হাওর অঞ্চলে মোট ০৭টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান আছে। এ কেন্দ্রগুলো চালু হলে ধৃত মাছের আহরনোত্তর অপচয় অনেকাংশে রোধসহ মৎস্যজীবীরা মাছের ন্যায্য মূল্য পাবে।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

কর্পোরেশনে ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৯৪৮টি অডিট আপত্তি ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ৪৩৬টি আপত্তি নিষ্পত্তির পর ৫১২টি আপত্তি অনিষ্পন্ন থাকে। ৫১২টি আপত্তি হতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গত ০৫ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ ২০১ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে ৩১২টি সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়। বর্তমানে অবশিষ্ট ২০০টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ০৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া এ অর্থবছরে ২৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৬০ জনঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো অনুযায়ী কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম ৯৫ ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া গত ২৩ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ও ৩০ জুলাই ২০২০ খ্রিঃ তারিখে বহিঃস্থ ইউনিটসমূহের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামোর আওতায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ প্রতিষ্ঠান হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটের সম্মুখে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে। এছাড়া কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে (www.bfdc.gov.bd) অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা আছে। এতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিয়মিত যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উপসংহারঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের নিমিত্ত দেশের মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজে করে যাচ্ছে। ১৯৭৩ সালের ২২ নং আইন অনুযায়ী কর্পোরেশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাঃ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, অবতরণ, স্বাদুপানির মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন এবং রপ্তানি কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে মৎস্য খাতের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে মৎস্য একটি অন্যতম প্রধান আয়বর্ধক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় দেশের মৎস্য খাতের উন্নয়নের নিমিত্ত বাস্তবতার নিরিখে কর্পোরেশন যুগোপযোগী নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

২৩.০৮.২০২০

মুহাম্মদ হারুন অর রশীদ
সচিব
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন